চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৮.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হবে. মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমন্বিত করতে প্রকৌশল বিভাগের সাথে এক সমন্বয় সভা সোমবার সকালে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেয়র চসিকের ৬টি জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছ থেকে ওয়ার্ডভিত্তিক কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় তিনি প্রধান প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের মতামত গ্রহণ করে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় গুরুত্বারোপ করেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমি চট্টগ্রাম শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই। শীঘ্রই চসিকের ৪০ থেকে ৫০ টি সড়ক, ফুটওভারব্রীজ এবং অন্যান্য স্থাপনা উদ্বোধন করা হবে। এছাড়া, আরো ৩৬ টি প্রকল্পের কাজের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। তৈরি করা হচ্ছে প্রায় আড়াইশ থেকে তিনশ কোটি টাকার প্রকল্পের এস্টিমেট। আমি চট্টগ্রামে কোন ভাঙ্গা সড়ক দেখতে চাইনা। ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের কারণে জনভোগান্তি যাতে সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়ে মেয়র বলেন, ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের কারণে যেন শহরের সড়ক–ব্যবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সেই বিষয়ে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। সিডিএ থেকে প্রকল্পের মূল ডিপিপিটি সংগ্রহ করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে যোগাযোগ রেখে কোন সড়ক তারা কাটবেন তা আগে থেকেই জানতে হবে। এ বিষয়ে অতীতে সমন্বয়হীনতার জন্য চসিকের বানানো অনেক সড়ক ওয়াসা কেটে ফেলেছে। এখন ওয়াসা কোতয়ালীর আশ-পাশের এলাকাগুলোতে যেসব রাস্তা কাটতে চাচ্ছে সেগুলো অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ। হঠাত করে এসব রাস্তা কাটলে তীব্র যানজট তৈরী হবে। রাস্তা কাটার প্রয়োজন হলে তা যেন এমন সড়কে করা হয় যেখানে চসিকের নতুন রাস্তার কাজ করা হয়নি । এলোমেলোভাবে রাস্তা কাটা যাবে না এতে জনদুর্ভোগ বাড়ে। সভায় দেওয়ানহাট ব্রিজ সম্পর্কে মেয়র জানতে চাইলে প্রকৌশলীরা জানান, ব্রিজটি অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ট্রাফিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিদিন কত গাড়ি ব্রিজটির উপর দিয়ে চলাচল করে তা যাচাই করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্রিজটি পুনর্নির্মাণ বা বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও জানান, আমরা ৪১টি ওয়ার্ডে যে ৪১টি মাঠ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১১টি মাঠের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে সেগুলো দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে। মহসিন কলেজের মাঠ যেভাবে সংস্কার করে খেলার উপযোগী করা হচ্ছে সেভাবে আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ উন্নত করে দিবে। চট্টগ্রাম কলেজের প্যারেড মাঠসহ যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পতিত জায়গা রয়েছে, সেগুলোকে উন্নয়ন করে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যুৎ পুল এবং লাইনের কারণে ফুটওভার ব্রিজ ও সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে পিডিবির সাথে দ্রুত যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন মেয়র। তিনি প্রকৌশলীদের উদ্দেশে বলেন, “কোথাও কাজ করতে গিয়ে যদি স্থানীয়ভাবে কোনো বাধার মুখোমুখি হন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, মোহাম্মদ শাহীন-উল ইসলাম চৌধুরী, জসিম উদ্দিন, আবু সাদাত তৈয়ব, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, ফারজানা মুক্তা, রিফাতুল করিম, তাসমিয়া তাহসিন, মাহমুদ শাফকাত আমিন, শাফকাত বিন আমিন, তৌহিদুল ইসলামসহ প্রকৌশলীবৃন্দ।

বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতাল মুম্বাইয়ের জেসলোক হাসপাতালের তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধনকালে মেয়র

ক্যান্সার প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

চট্টগ্রামে ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্যান্সার রোগীদের জন্য সামাজিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে তথ্যকেন্দ্র চালু করেছে ভারতের মুম্বাইয়ের জেসলোক হাসপাতাল। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে মুম্বাইয়ের জেসলোক হাসপাতালের চট্টগ্রাম তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে দিনদিন ক্যান্সার রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে।বাংলাদেশে যে কয়েকটি অসংক্রামক রোগ রয়েছে তার মধ্যে ক্যান্সারের অবস্থান দ্বিতীয়। হাজার হাজার মানুষ বছরে দেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দেশের মানুষ স্বাস্থ্যসচেতন না। যখন ক্যান্সার তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে চলে যায় তখনই মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায়। সে সময়

রোগীকে বাঁচানোর আর পথ থাকে না। তাই দেখা যায় রোগী তিন থেকে ছয় মাস বাঁচে। এছাড়া ক্যান্সারের চিকিৎসার অনেক উন্নত ব্যবস্থা বা যন্ত্র বাংলাদেশে নেই এবং খরচ অনেক ব্যয়বহুল। তাই জেসলোক ক্যান্সার রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পেতে সঠিক তথ্য প্রদান এবং ক্যান্সার রোগীদের কল্যাণে কাজ করবে। ভারতের মেডিকেল ভিসা সহজীকরণের আহ্বানও জানান চট্টগ্রাম সিটি মেয়র। জেসলোক হাসপাতালের বাংলাদেশ সেন্টারের প্রতিনিধি বিশাল ভেজান বলেন, ১৯৭০ সালে যাত্রা শুরু করে জেসলোক হাসপাতাল। হাসপাতালটি ক্যান্সার রোগীদের জন্য বিশ্বব্যাপী ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ক্যান্সার রোগীদের সব সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্য আমরা তথ্যকেন্দ্র চালু করেছে। যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তাদের জন্য আমাদের চ্যারিটি ব্যবস্থা থাকবে। এ সময় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিন অধ্যাপক ডা. অজয় দেব, বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর শম্বর সেনগুপ্ত, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি বিশাল ভেজান, সাগর শ্রীবাস্তব, জেসলোক হাসপাতালের প্রতিনিধি ভবেশ পোপারিয়া, জেসলোক হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার চিত্রা পরদেশি, সহকারি ম্যানেজার আমির মাসাওয়ালা। উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক লায়ন আর কে দাশ রুপু, কার্যকরী সভাপতি আয়ান শর্মা, সিনিয়র সহ সভাপতি লায়ন তপন কান্তি দাশ, সহ সভাপতি প্রকৌশলী আশুতোষ দাশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজীব ধর তমাল, বেসরকারি কারা পরিদর্শক উজ্জ্বল বরণ বিশ্বাস, অধ্যাপক পুষ্পেন চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গের সাধারণ সম্পাদক সুমন ঘোষ বাদশা, জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ফোরামের দিবাকর বড়ুয়া, আনন্দময়ী কালী মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সুজন দাশ, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদল নেতা নুর জাহেদ বাবলু, সদরঘাট থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইয়াসির আরাফাত, চান্দগাঁও স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক বাবলু নাথ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ মহসীন, আবদুল মোনাফ টুটুল, ক্রীড়া সংগঠক মো. লিটন, মো. মুরাদ, নাফিজ শাহ, অয়ন দাশ প্রমুখ। পরে ফিতা ও কেক কেটে চট্টগ্রাম তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র
ঐতিহাসিক প্যারেড মাঠকে আধুনিকায়নের ঘোষণা দিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম কলেজ রোডস্থ ঐতিহাসিক প্যারেড মাঠকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন রূপে সাজানোর ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি জানান, মাঠটিকে স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষার্থী এবং ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ খেলাধুলার উপযোগী মাঠ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।সোমবার দুপুরে (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) চকবাজারের চট্টগ্রাম কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবু জাফর চৌধুরী ও সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল করিম চৌধুরী, সরকারি মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর বেনু আরা বেগম ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সারাহ পারীন, সরকারি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু সালেহ মো. নঈমুদ্দিন ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. জসিম উদ্দিন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রেজা খান হেলালী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লা আল মামুন চৌধুরী, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শরাফত হোসেন, পটিয়ার সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য প্রফেসর মো. মোজাম্মেল হক। মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, এ মাঠ আমার শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত জায়গা। এখানে আমি খেলাধুলা করে বড় হয়েছি। তাই এই মাঠকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন করে সাজানো আমার দায়িত্ব। ইনশাআল্লাহ গ্যালারি এবং ওয়াকওয়েসহ একটি অত্যন্ত সুন্দর, উন্নত মানের খেলার মাঠ হিসেবে প্যারেড মাঠকে নতুন করে গড়ে তুলবো।তিনি জানান, সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি খেলার মাঠ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে নগরের মহসিন কলেজ মাঠ, বাকলিয়া স্কুল মাঠ, বহুরূপী মাঠ, আকবর শাহতে ফিরোজশাহ মাঠ, আগ্রাবাদ শিশুপার্ক সংলগ্ন জাম্বুরি মাঠ, হালিশহর বিডিআর মাঠসহ বিভিন্ন মাঠে সংস্কার কাজ চলছে। মেয়র বলেন, গত ১৬ বছরে সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি। তরুণদের খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি করলে তাদের সঠিক পথে আগানো সহজ হবে। কিশোর অপরাধ দমনে মাঠ-ভিত্তিক কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা না করলে সুস্থ মন ও দেহ গঠন সম্ভব নয়। “সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি”—এই দর্শন বাস্তবায়নে নগরে খেলার মাঠ বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি ঘোষণা দেন, চট্টগ্রাম কলেজের ঐতিহাসিক প্যারেড মাঠকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন রূপে সাজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষার্থী এবং ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ খেলাধুলার উপযোগী মাঠ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। চসিক মেয়র পাঁচটি জেলার অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান।তিনি বলেন, নগরবাসীকে অবশ্যই পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্লাস্টিক, পলিথিন, আবর্জনা যেখানে-সেখানে ফেললে জলাবদ্ধতা বাড়ে। এক সঙ্গে ডেঙ্গুর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। তাই সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। চট্টগ্রামকে একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত ও খেলাধুলা বান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা দরকার। এই শহর আমাদের সবার, এক সঙ্গে কাজ করলেই পরিবর্তন আনতে পারব। এর আগে গতকাল সকাল ৯টায় আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর ড. এ কে এম সামছু উদ্দিন আজাদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে ডিসপ্লে প্রদর্শনী করে সিলভার বেলস স্কুল।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮